# ফরিদা বাংলা জানে না

এ মান্নাফ



ঘরের ধরজায় পা রেখেই অবাক!

রীতিমতো খানদানি মুসলমানদের বাড়ি। বৈঠকখানার নাস্তা সেরেছি। আমাদের উভয়ের চোখ ঘুরছিল চরকির মতো। স
ামনে পাকা দ্বিতল গৃহ। চওড়া সিঁড়িতে, পা রেখে ধীরে ধীরে উপরে উঠলাম। পালিশ করা মেঝে ঝকঝক করছে। দেওয়
ালের রং-এ চির ছাপ, উপরতলায় মেয়ে দেখানো, মটি বেশ বড়। বড় বড় জানালায় বেশ দামী পর্দা।গালিচা পাতা
মেঝেতে পাত্রী উপবিষ্টা।

আমার দৃষ্টি যখন দেওয়ালে টাঙ্গানো মক্কার ছবিওয়ালা কেলেন্ডারে আবদ্ধ, বন্ধু রশিদের দৃষ্টি তখন পাত্রী নিয়ে বিচার বিশ্লেষণে লিপ্ত। চোখের ঈশারায় রশিদ আমার দৃষ্টির স্টিয়ারিংটা চেপে ধরতেই পাত্রীর উপর নজর পড়ল। উপবিষ্টা প
াত্রীকে একটা গাছের গুঁড়ি অথবা মাটির ঢিপির মতো মনে হল।

আমাদের হাবভাব বিষণ্ণতা লক্ষ্য করেই, পাত্রীর বাবা একমুখ হাসি ছড়িয়ে বললেন — হ্যাঁ, এ আমার বেটি ফরিদা।

ফরিদার বাবার নাম সৈয়দ জালালউদ্দিন আহমেদ। জালাল সাহেব রীতিমতো রহিশ আদমি। ধানচালের আড়ত। এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে বড়, বাবার কারবার দেখাশোনা করছে। ছেলের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। জালাল সাহেবের আদিব
াস গ্রামে। গ্রামেও জালাল সাহেবের জমিজায়গা আছে। জালাল সাহেবের পরনে লুঙ্গি, গায়ে সাদা পাঞ্জাবী, মাথায় টুপি। জালাল সাহেব ব্যবসাদার। মুখের হাসিটি বড় মিষ্টি। মুখের উপর সংযত দাড়ি। বন্ধুত্বের সেতু বয়ে আমার আবব
ার কাছে অনুরোধ এসেছিল পাত্রী চাক্ষুস করার জন্যে। আমার আববা বড্ড হিসেবী মানুষ। জালাল সাহেবের একছেলে, একমেয়ে, দুর্গাপুরের মতো শিল্পাঞ্চলে দ্বিতল গৃহ, প্রভূত ঐর্যের লোভাতুর হাতছানিতে আমাকে তাড়া মেরেই পা
ঠিয়েছেন পাত্রী দেখতে। পাত্রী দেখার জন্যেই বন্ধু রশিদকে সঙ্গে আনা। আববা বারবার বলেছেন — জালাল সাহেব একজন পরেজগার মানুষ।

পরেজগার শব্দের সঠিক অর্থ, আজও আমার জানা হয়নি। জালাল সাহেব পান চিবুচ্ছেন। মুখ নাড়ছেন জাবরকাটা গর
মতো।

পান চিবুতে চিবুতে জালাল সাহেব বললেন — আজ না এলে, একমাস আমার দেখা পেতে না।

— কেন? জিজ্ঞাসা করল বন্ধু রশিদ।

— আমি তো কালই — "চিন্নাই" এ বের হচ্ছি। চিন্নাই, মানে উনি অধঃপতিত মুসলমানদের চরিত্র সংশোধনের জন্যে একটা গ্রুপ নিয়ে ঘুরবেন গ্রামে গ্রামে, অবস্থান মসজিদে .....

জালাল সাহেব বসে আছেন চৌকিতে, আমরা দুই বন্ধু বসে আছি — চেয়ারে। নিচে গালিচার উপর বসে আছে পাত্রী। ন
াম ফরিদা বেগম। ফরিদা নিঃসন্দেহে ধৈর্য্যশীল, নট নড়ন চড়ন, ফরিদা যেন স্ট্যাচু।

সবর্বাঙ্গ তো কাপড়ে ঢাকা। মুখের আকারটুকু পর্যন্ত দেখার কোনও উপায় নেই। তবে ফরিদাকে স্বাস্থ্যবতী বলে মনে হচ্ছে। হাতের বে-আব্রু আঙ্গুলগুলো সাক্ষ্য দেয়, ফরিদার গায়ের রং ফর্সা। চৌকির নিচে পিকদানিটা বুকে তুলে পিক ফেললেন জালাল সাহেব। মালে মুখ মুছে বলতে শু করলেন — তোমরা কি জানতে চাও, কি দেখতে চাও বল ...

ফরিদার হাতের কাজ দেখবে?

এই যে বলেই চৌকির পাশে রাখা, খেজুর পাতার চাটাই, আর সুজনী তুলে নিয়ে আমাদের চোখের উপর মেলে ধরলেন — এগুলো ফরিদার নিজের হাতে তৈরী।
জালাল সাহেবের উৎসাহের দড়ি ধরে টান মেরে রশিদ বলল — থাক ওসব।
— থাকবে কেন? ঘর গেরস্থলীর জন্যে এগুলি অতীব প্রয়োজন।
রশিদ বলল — এর চেয়েও আমাদের কাছে যেগুলি বেশি প্রয়োজন, সেগুলিই এখন জানা দরকার।
— কি জানতে চাও বল?
— ফরিদার লেখা পড়া ....
— জালাল সাহেব সুর করে জবাব দিলেন — ফরিদা পাঁচবার কোরান খতম করেছে। তা ছাড়া নিয়মিত নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, আজ পর্যন্ত সে সাতরকম মাংস রান্নার তালিম নিয়েছে।
— আর কি জানে?
ফরিদার আববার উৎসাহ বাড়ে। বলতে শু করেন — ফরিদা গুজনদের মুখের উপর কথা বলে না। সাতচড়ে কথা নেই ওর মুখে। ফরিদার গলার স্বর খুব মিষ্টি।
— রশিদ সট করে বলে ফেলল — ফরিদা কি গান গাইতে পারে?
— ছিঃ তোওবা, মুসলমানের মেয়ে গান করবে কেন? তোমরা যদি কোনও সুরা শোনার ইচ্ছে প্রকাশ কর, বল, ফরিদা শুনিয়ে দেবে। এসব ছাড়াও ঘর গেরস্থলীর কাজেও সে পাকা।
বন্ধু রশিদ ফট করে প্রা করল — আপনার বেটি কি বাংলা পড়তে পারে
— ওকে তো স্কুলে পড়াইনি। যা দেশের অবস্থা।
— স্কুলে না পাঠিয়েও, গৃহ শিক্ষক রেখে — ফরিদাকে বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক — শেখানো যায়, সেরকম কোনও ব্যবস্থা করেছিলেন কি!
— ঘরে তো কোরাণ পাঠ শিখিয়েছি।
— ফরিদা কি কোরানের সুরগুলোর বাংলা অর্থ বোঝে।
— জালাল সাহেব, খানদানি মুসলমান, বেদীনের মতো প্রা সহ্য করবেন কেন? যারা মেয়েকে দেখতে এসেছে, তাদের তো কড়া কথাও বলা যাবে না, তাই নীরব রইলেন।
জালাল সাহেবের স্তব্ধতা, রশিদের উৎসাহবৃদ্ধির খোরাক হয়ে দাঁড়ায়। সে সরাসরি আত্রমণ শু করে — মেয়েকে সাত রকমের গোস্ত রান্নার তালিম দিয়েছেন, খুব ভাল কথা, কিন্তু তাকে কি ৭ প্র ৭ কত শিক্ষা দিয়েছেন।
জালালসাহেব মনে মনে ভাবেন এদেশের নারীর জীবনে এ সবের কি আদৌ প্রয়োজন আছে?
রসিদ পুনরায় প্রা করল — ফরিদা কি ট্রেনে টিকিট কেটে উঠতে শিখেছে?
জালালসাহেব ধীর কণ্ঠে বললেন — দেখ, আমরা হলাম শরীয়ৎ পন্থী, আমাদের মতো খানদানি ঘরের মেয়েদের পর্দা তুলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসার দরকার হয় না।
তার মানে, বাইরের জগতের সঙ্গে আপনার ফরিদার কোনও পরিচয় নেই।
— সত্যিই নেই। আমি মনেকরি তার দরকারও নেই। বাইরের কাজের জন্যে তো পুষরাই যথেষ্ট।
আপনার কথা মেনে নিলাম। এখন বলুন তো আপনার মেয়ের সঙ্গে যদি তার স্বামীর সম্পর্ক তিক্ত হয়, মানে ফরিদার ক াছে যদি তার স্বামী অসহ্য হয়ে ওঠে, তাহলে ফরিদা কি করবে?
— স্বামী যতই অসহ্য হোক, আমার বেটি তার জিন্দেগী স্বামীর ঘরেই মিটিয়ে দেবে।
— কেন ফরিদা তার জীবন এভাবে বরবাদ করবে, স্বামী যদি লম্পট হয়, মাতাল হয়, তবু সে জীবন নষ্ট করবে কেন? কে ারানের নির্দেশ মতো সে তালাক নেবে।
— ছিঃ তোওবা, আমাদের খানদানি ঘরে 'তালাক' কথা কেউ ভাবে না। আমাদের বাড়ির মেয়েরা — টিভি পর্যন্ত দেখে না।
ধীরকণ্ঠে রসিদ বলল — জালালসাহেব, আমাদের সঙ্গে আপনার মিল হবে না।

— কেন?
— আমাদের ঘরের মেয়েদের টিভি দেখা নিষেধ নয়। অন্যায়ের বিদ্ধে জুলে ওঠার মতো শিক্ষা তাদের দেওয়া হয়। স্বামী অমানুষ হলে — আমাদের বাড়ির মেয়েরা অবশ্যই তালাক নেবে। আপনারা আত্মউন্নতি ঘটাবার জন্যে একমাস ধরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কি শিক্ষা দেন।
ফরিদা এবার নড়েচড়ে বসল। ফরিদার দেহে কি প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে?
জালালসাহেব বললেন — আমরা মানুষদের হেদায়েৎ দিয়ে থাকি। আমাদের সব কথা মাটির নিচের কথা। এ দুনিয়ায় ভাল কাজ না করলে, স্বর্গ মিলবে না — এইজন্যে আমরা গোর আজাবের কথা বলি। ফরিদা এবার মাথার কাপড় ফেলে সরাসরি আমাদের প্রতি চাইল। উজ্জ্বল দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। পর্দা তুলে এই বুঝি প্রথম চোখের আলো ছড়ালে, প্রতিবাদের প্রবল ইচ্ছা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল, মনে হচ্ছে .....
রসিদ বলল — আমরা এবার উঠবো।
ব্যস্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন জালালসাহেব — না, না, তা হয় না, শুধু চা খাইয়ে, সামান্য নাস্তা করিয়ে, তোমাদের কি বিদায় করতে পারি। ফরিদার হাতের গোস্ত রান্নাটা খেয়ে যাও।
এরপর ফিসফিস করে বললেন জালালসাহেব — আমার বেটির বিয়ে আমি এমনি এমনি দেবো না, তোমার আববার সঙ্গে কথা হয়েছে নগদ এক লাখ টাকা ছাড়াও দশভরি সোনা দেবো।
বন্ধু জানতে চাইল — গোস্তাকি মাফ করবেন, একটা সত্য কথা বলবেন তো?
— জর। জর বলবো, বল, কি জানতে চা?
— আপনার ছেলের বিয়েতে কত পেয়েছিলেন?
— আমি তো কিছুই গ্রহণ করিনি, ওরা ওদের মেয়েকে সোনাদানা ছাড়াও এক লাখ টাকা দিয়েছে।
চুপ করে থাকা গেল না, ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠলাম — আপনি কোন হাদিসের বার্তা নিয়ে মসজিদে মসজিদে, গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন আর নিজের ছেলের বিয়েতে পণ নিয়েছেন?
— ছিঃ তোওবা, আমি পণ নিতে যাবো কেন, ওরা ওইসব ছেলে আর মেয়েকে দিয়েছে .....
— জেনে রাখবেন টাকা দিয়ে গ ছাগল কেনা যায়, মানুষ কেনা যায়া না ....
নামাজ রোজাতে আমাদের কঠোরতা নেই, আমাদের বাড়ির মেয়েরা টি-ভি দেখে, কিন্তু মেয়েদের বাপকে শোষণ করে টাকা নিতে আমরা ঘৃণা করি। আপনার মেয়ের সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হয়, আপনি স্বইচছায় মেয়েকে টাকা দিলেও আমি সে টাকা গ্রহণ করব না।
— ফরিদাকে কি তোমার পছন্দ নয়? তোমার আববা বলেছেন ছেলের মেয়ে পছন্দ হলে বিয়েতে তার কোনও অমত নেই। আমার বেটি কি দেখতে খারাপ?
— আপনার মেয়েকে কেউ অপছন্দ করবে না, কিন্তু আপনি ফরিদাকে বড় করেছেন, মানুষ করেননি। ফরিদা আমাদের বাড়ির বৌ হয়ে এলে — তাকে টিভি দেখতে হবে। নামাজ রোজা করলে ভাল, না করলেও কেউ তাকে তিরস্কার করবে না।
জালাল সাহেব এবার অনুনয়ে ভেঙ্গে পড়লেন। তোমরা তো খুব খোলামেলা ছেলে, খোলা মনে যদি তোমরা মতটাজা নিয়ে দাও .....
রশিদ বলল — আপনার মেয়ে ফরিদা খুবই ভাল মেয়ে, তবে বিয়ে ফাইনাল করার আগে আমরা ফরিদার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই ...
জালালসাহেব বললেন — পাত্রী পছন্দ হলে, পাত্রীর সঙ্গে কথা বলতে, কোনও আপত্তি নেই। শরীয়তে বাধাও নেই। তোমরা স্বচ্ছন্দে ফরিদার সঙ্গে কথা বলতে পারো।
আমি খান-পিনার দিকটা রেডি করিগে — বলেই বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।
জালাল সাহেব চলে যেতেই, ফোঁস করে উঠল ফরিদা।
ফরিদা বলল — আমার আরও একটা কথা জানতে ইচছা করছে।
রশিদ বলল — বলুন।

— আপনাদের বাড়ির কয়জন মেয়ে তালাক নিয়েছেন।
আমাদের নিস্ফল আস্ফালনের মুখে ফরিদা এমনভাবে থাপ্পড় মারবে ভাবতে পারিনি। মানুষকে ভাল করে বুঝবার আগে ক াউকে নিম্নদৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়।
মেয়েটা আমাদের বোবা করে ছাড়লো।
ফরিদা বলতে লাগল — সহনশীলতা মানুষের একটা ধর্ম। ছোটোখাটো ব্যাপারকে গুত্ব দেওয়া উচিত নয়, তিলকে তাল করে দেখা ভাল নয়।
আমি এবার পাশ কাটাতে চাইলাম — তুমি তো ঠিকই বলছ ইতিমধ্যে ২/৪ টা নারীর উঁকিঝুঁকি মারা শু হয়ে গেছে। জ ালালসাহেব ইতিমধ্যে আর আমাদের কাছে ফিরে আসেননি।
মনে হচ্ছে ঘরের ভিতরে একটা কেউটে ছেড়ে দিয়ে উনি নিশ্চয় আড়াল থেকে মজা উপভোগ করছেন।
যে রসিদ (আমার বন্ধু) এতক্ষণ অদৃশ্য চাবুক তুলে ছুটোছুটি করছিল, তাকে দেখে রীতিমতো মায়া হচ্ছে আমার।
একবার ক্ষীণকণ্ঠে বলল রসিদ — তোমার সম্পর্কে আমরা একটা "আণ্ডারএসটিমেট" করে ফেলেছিলাম।
সেটা করাই স্বাভাবিক তবে ছেলেবেলা থেকেই আমি যে খুব বুদ্ধিমতী সাহসী তা তো আপনাদের জানার কথা নয়। আম ার আববাই বা সে কথা আপনাদের বলতে যাবেন কেন? অকারণে মানুষকে দোষ দেওয়া কি ঠিক .....
ফরিদা আমাদের কিভাবে আছড়াতে চাইছে, তা বুঝতে না পেরে পরস্পর প্রতি চাইলাম। সে মাটি ছেড়ে চৌকিতে উঠে বসল। তারপর ধীরকণ্ঠে বলল — এতক্ষণ ধরে আপনারা এক তরফা ভাবে বহু কথা বলে গেলেন, এবার আমি কিছু প্র করি, অনুগ্রহ করে জবাব দিন।
ফরিদার মুখ থেকে এত সহজ স্বাভাবিক ও শক্ত কথা শুনতে হবে আমরা কেউ ভাবতে পারিনি।
ফরিদা জানতে চাইল — আপনারা এ বাড়িতে আসার আগে নিশ্চয় আমার আববা সম্পর্কে সব কিছু জেনেই এসেছিলেন?
আমরা নীরব।
— আপনার আববা কি বলেননি, স্কুল কলেজে পড়ার কোনও ছাপ আমার নেই? তাই বলে বাংলা ইরাজির সঙ্গে আমার পরিচয় নেই তাই বা কে বলল? আমার দাদা, বৌদি আমাকে সময় বুঝে পড়াচ্ছে, আমার আববা ব্যবসাদার মানুষ, এত শত খোঁজ রাখার তার, সময় কোথায়? তবে সে ধোঁকাবাজ নয়।
— আমরা তো সেকথা বলিনি?
— বলেছেন, আমার দাদার বিয়েতে পণ নেওয়াকে কেন্দ্র করে পরোক্ষভাবে, তাকে ধোঁকাবাজ বলতে চেয়েছেন। সত্যিই আববা পাত্রীপক্ষের টাকা গ্রহণ করেননি। ওনারা আমাদের সকলের অগোচরে মেয়ে-জামাইয়ের নামে, সে টাকা ফিক্সড করে দিয়েছেন। সে কথা পরে জানাজানি হয়। আপনারা পণ নেবেন না, নিঃসন্দেহে খুব বড় মনের পরিচয়। তাই বলে অ াপনাদের আত্মীয় স্বজনরা কি কেউ পণ নিচ্ছেননা? আপনার আববা নিজেই পণ নেবার গোপন চুক্তি করে রেখেছেন।
আমরা নীরব। আমাদের গালে যেন প্রচণ্ড জোরে চপেটাঘাত পড়ল।
ফরিদা এবার কণ্ঠস্বর কণ স্বরে বলল — স্কুল কলেজে আমাকে যে পড়ানো হয়নি, সে গলতি কি আমার?
বড় মায়া হল, মেয়েটার প্রতি, একরাশ সহানুভূতি ছড়িয়ে বললাম — না না সে গলতি তোমার হবে কেন?
— থাক সে সব কথা।
— আমি তো মনে মনে ঠিক করেই ফেলেছি — বিয়ের পর একটা মাস্টার রেখে ইংরাজী বাংলা আর অঙ্কটা শিখিয়ে নেব।
ফরিদা এবার রীতিমতো ধমকে উঠল — মাস্টার রাখতে যাবেন কেন, আপনি তো স্কুলের ছেলেমেয়েদের পড়ান, একঘন্টা করে নিজের বৌকে পড়াতে পারবেন না?
দীর্ঘক্ষণ ধরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকার পর রশিদ হঠাৎ কণ্ঠে উল্লাস ঝরালো — আমিও তো, সেই কথা বলি, মাস্টার র াখার দরকার কি? তুই তো নিজেই .....
— চুপ কন, রসিদের কথার মাঝে আবার থাপ্পড় বসিয়ে হেসে ফেলল ফরিদা। হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, অ

াপনাকে আর দুষ্টুমি করতে হবে না মশায়, হাত, মুখ ধুয়ে নিন, খাবার রেডি, সেগুলি নিয়ে আসছি .....



সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com